যায়যায়দিন

তারিখ ... 06 MAY 2008
পৃঃ ১০ ... ৫

ভেড়ামারার স্কুল-কলেজে কমপিউটার যখন শো পিস

ভড়ামারা (কুষ্টিয়া) সংবাদদাতা

ষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার ২৭টি নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক
দ্যালয় এবং চারটি মাদ্রাসা ও চারটি কলেজের অধিকাংশ শিক্ষা
তিষ্ঠানে কমপিউটার থাকলেও সেগুলো কম ব্যবহার হচ্ছে।
ক্ষের অভাবে, ত্রুটিপূর্ণ কমপিউটার দীর্ঘদিন মেরামত না করা,
ানুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ (কি বোর্ড, মাউস) ক্রয়ে কর্তৃপক্ষের অনীহা,
বেহারিক শ্রেণীকক্ষের সঙ্কট ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাবে
ইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কমপিউটার শিক্ষা চলছে ঢিমেতালে।
না সমস্যার কারণে কমপিউটার ব্যবহার করতে না পেরে
ক্ষার্থীরাও কমপিউটার শেখার ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে
ফলছে। উপজেলা মাধ্যমিক
ক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়,
ড়ামারা উপজেলায় চারটি
লেজ, ২৩টি হাই স্কুল, চারটি
নিয়র স্কুল ও মাদ্রাসা রয়েছে।
ত্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে
মপিউটার আছে। কমপিউটার
ক্ষা বিষয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য
রিগরি শিক্ষা বোর্ড, যশোর
ক্ষা বোর্ড ও দাতাদের অনুদান
সবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো
সব কমপিউটার পেয়েছে।
মধ্যে কয়েকটি ল্যাপটপ
পিউটারও রয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নষ্ট হয়ে যাওয়ার
় কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কমপিউটার প্যাকেট করে
খছে। আবার বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকের রুমে
পিউটার রেখে দেয়া হয়েছে। মূল্যবান কমপিউটারগুলো এখন
পিসে পরিণত হয়েছে।

প্রকাশে অনিচ্ছুক এক স্কুল শিক্ষক বলেন, গত কয়েক বছরে
পিউটার শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক নিয়োগের সময় তেমন একটা
াতা যাচাই করা হয়নি। কমপিউটার সম্পর্কে ধারণা নেই
ব্যক্তিকেও শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অযোগ্য শিক্ষকের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কমপিউটার ও কমপিউটার শিক্ষার এ হাল হয়েছে।

বিভিন্ন স্কুল-কলেজের কমপিউটার শিক্ষা বিষয়ের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তত্ত্বীয় ক্লাস করার পর কমপিউটারের অভাবে তারা ব্যবহারিক ক্লাস করার সুযোগ পায় না। শিক্ষকদের বললেও তারা এ বিষয়ে খুব একটা গুরুত্ব দেন না। ভেড়ামারা ডিগ্রি কলেজের বিজনেস ম্যানেজমেন্ট শাখার ছাত্র আল মামুন জানান, আমাদের কলেজের সাতটি কমপিউটারের মধ্যে চারটিই নষ্ট। বাকি তিনটি কমপিউটার দিয়ে ব্যবহারিক ক্লাস চললেও আমরা কমপিউটার ব্যবহারের পর্যাপ্ত সুযোগ পাচ্ছি না। তিন ছাত্র একটি গ্রুপ করে সপ্তাহে একদিন এক ঘণ্টার জন্য কমপিউটার ব্যবহার করার সুযোগ পায়।

কমপিউটার ব্যবহার করতে না পেরে শিক্ষার্থীরাও কমপিউটার শেখার ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে

এ প্রসঙ্গে ভেড়ামারা ডিগ্রি কলেজের কমপিউটার প্রশিক্ষক মাহাবুল ইসলাম বলেন, কমপিউটার শিক্ষা বিষয়ে আমাদের কলেজে শতাধিক ছাত্রছাত্রী রয়েছে। এতো শিক্ষার্থীর বিপরীতে কমপিউটারের সংখ্যা খুবই কম।

ভেড়ামারা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের এক ছাত্রীর অভিভাবক জানালেন, তার মেয়ে কমপিউটার শিক্ষা বিষয়ে পড়লেও এখনো ব্যবহার করতে শেখেনি। স্কুলে কমপিউটার ব্যবহারের খুব একটা সুযোগ-সুবিধা না থাকায় মেয়েকে শহরের একটি কমপিউটার সেন্টারে ভর্তি করেছি। এ প্রসঙ্গে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আবু সালেক জানান, এ বিষয়ে আমার জানা নেই। তবে খোঁজ নেয়া হবে। কমপিউটার থাকার পরও যদি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তা ব্যবহার না করে তাহলে সে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।